করোনায় আক্রান্ত ৯৭১ চিকিৎসক, ১৮ জনের মৃত্যু

দেশে করোনার শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৯৭১ জন চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত ২১ জন চিকিৎসক মারা গেলেও তিনজনের মৃত্যু করোনায় নয় বলে জানিয়েছেন ডক্টরস ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের সমন্বয়কারী ডা. নিরুপম দাশ।

করোনার কারণে দেশের একের পর এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মৃত্যুবরণ করা একটি জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন চিকিৎসকরা। ডাক্তারদের জন্য মানবতা প্রদর্শনের জন্য না, জনগণের চিকিৎসা নিশ্চিত করতেই ডাক্তারসহ সব স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের রক্ষা করা, তাদের সাহস ও প্রণোদনা প্রদানে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তারা।

করোনায় দেশে প্রথম গত ১৫ এপ্রিল প্রাণ হারান সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. মঈন উদ্দিন। এরপর থেকেই এই সারি দীর্ঘ হতে থাকে। মারা যান অধ্যাপক কর্নেল (অব.) ডা. মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক মেজর (অব.) ডা.আবুল মোকারিম, ডা. আজিজুর রহমান রাজু (তিতাস গ্যাস), ডা. এমএ মতিন (মৌলভীবাজার), ডা. আমিনা খান (গাইনিকোলজিস্ট), ডা. আ. রহমান (সিনিয়র কনসালটেন্ট, রংপুর), অধ্যাপক ডা. মোশাররফ হোসেন (অর্থোসার্জারি), ডা. তাজ উদ্দিন (শিশু হাসপাতাল), ডা. সাইদুল ইসলাম (এসবিএমসি ১ম ব্যাচ), ডা. ওয়াহিদুজ্জামান আকন্দ (এমএজিওমেক), প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট ডা. মঞ্জুর রশীদ চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. আনিসুর রহমান (ফরেনসিক মেডিসিন), সহযোগী অধ্যাপক ডা. এহসানুল করিম, ডা. এম ওয়াহেদুল হক (এসওএমসি-১০ব্যাচ), ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. মহিউদ্দীন, অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান (ফরেনসিক মেডিসিন) এবং ডা. মহিদুল হাসান (ইএমও, সিএমসিএইচ)।

এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ডা. জাফর রুমি (মা ও শিশু হাসপাতাল), ডা. দিলরুবা কাজী (এসওএমসি) এবং অধ্যাপক ডা. মাহবুবুর রহমান (সার্জারি, এমএমসি)। তবে তাদের মৃত্যু করোনায় নয় বলে নিশ্চিত করেছে ডক্টরস ফাউন্ডেশন।

# [redacted]

[redacted]

ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফিন্যান্স কোম্পানিহ এ্যাসোসিয়েশন, আইপিডিসি ফিন্যান্স লি., লংকা-বাংলা ফিন্যান্স লি., উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যশোর, জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এবং দিএমএস চেক্সটাইল লি, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, আলিবাবা এন্ড জ্যাক মা ফাউন্ডেশন, ফ্যাশন গ্লোব গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফর্মেশন সার্ভিস, সৎসঙ্ঘ হেমায়েতপুর, পাবনা এবং পিপিএস পাইপ ইন্জাস্ট্রিজ লি.।

একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোহাম্মাদ শাহাবুদ্দিন চুপ্পু এবং গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. রাফা ইসলাম, বারডেমের মেডিকেল অফিসার ডা. সোনিয়া জামিন প্রিত এবং জেডএইচ শিকদার মেডিকেল কলেজের প্রভাষক ডা. সাদিয়া আহমেদও অনুদান প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৩৫ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৪২৩ জন

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে আরও ৩৫ জনের মৃত্যু, ২৪২৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। একইসঙ্গে নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৪২৩ জন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

# [redacted]

[redacted]

ওই দম্পতির দু’জনেরই বয়স ৫৬ – দুজনের কারোরই কোনও কাশি ছিল না, অন্য কোনও উপসর্গ বা স্বাস্থ্য সমস্যাও ছিল না। ফলে গির্জার কারোরই তাদের নিয়ে অন্য কিছু ভাবার কোনও কারণ ছিল না।

সমস্যা হল, তারা সেদিন সকালেই সিঙ্গাপুর আসেন চীনের উহান শহর থেকে – যা তখন করোনাভাইরাস সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রার্থনা শেষ হবার সাথে সাথেই তারা চার্চ থেকে চলে গিয়েছিলেন।

এর পর তিন দিন যেতে না যেতেই ঘটনা খারাপ দিকে মোড় নিতে শুরু করল। জানুয়ারির ২২ তারিখে প্রথমে সেই নারী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর দু দিন পর অসুস্থ হলেন তার স্বামী।

পরে এক সপ্তাহের মধ্যে সিঙ্গাপুরের তিনজন স্থানীয় লোক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোথা থেকে কীভাবে তারা সংক্রমিত হলেন – কেউ বুঝতে পারছিল না।

সিঙ্গাপুরে করেনাভাইরাস বিস্তারের সেখান থেকেই সূচনা।

রোগের উৎস সন্ধানকারী গোয়েন্দা

“আমরা একেবারেই বোকা বনে গিয়েছিলাম। যাদের দেহে রোগের কোনও লক্ষণ নেই , তারা কী করে অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে?” – বলছিলেন সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংক্রামক রোগ বিভাগের প্রধান ভারনন লী।

কোভিড-১৯ সম্পর্কে তখন তাদের যেটুকু জানা ছিল – সেই জ্ঞান দিয়ে তারা বুঝতেই পারছিলেন না যে কী করে লোকের মধ্যে রোগটা ছড়াচ্ছে।

ড. লী তখন পুলিশ এবং রোগ সংক্রমণ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা তদন্ত শুরু করলেন। কে কখন কবে কোথায় ছিলেন তার একটা মানচিত্র তৈরি করলেন।

এটাকেই বলে কনট্যাক্ট ট্রেসিং – যার মাধ্যমে কীভাবে সংক্রমণ ছড়িয়েছে তা জানা যায় এবং রোগ বিস্তার ঠেকানো যায়।

বলা হয় সিঙ্গাপুরের তদন্তকারীরা এ কাজে বিশেষ দক্ষ। কয়েকদিনের মধ্যে তার সেই গির্জার ১৯১ জন লোকের সাথে কথা বললেন, এবং বের করলেন যে তাদের মধ্যে ১৪২ জন সেই রোববারের প্রার্থনায় উপস্থিত

ছিলেন। এটাও বেরিয়ে এলো তার মধ্যে যে দু’জন সংক্রমিত হয়েছিলেন – তারা সেই চীনা দম্পতির সাথে একই প্রার্থনায় ছিলেন।

“হয়তো তারা কথা বলেছিলেন, বা পরস্পরকে সম্ভাষণ করেছিলেন – যা গির্জায় প্রার্থনার সময় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা” – বলছিলেন ড. লী।

এ থেকে একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে কীভাবে সংক্রমণ ছড়িয়েছিল। কিন্তু যে প্রশ্নের জবাব মিলছে না তা হলো: “সেই চীনা দম্পতির দেহে তো সংক্রমণের কোন লক্ষণ ছিল না। তাহলে তারা কিভাবে ভাইরাস ছড়ালেন ?”

তার ওপর আরো কঠিন একটি ধাঁধাঁরও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। সেটা হচ্ছে, সিঙ্গাপুরের যে ৫২ বছর বয়স্ক মহিলা তৃতীয় সংক্রমিত ব্যক্তি ছিলেন – তিনি সেই প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ওই গির্জাতেই সেদিন অন্য একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহলে কীভাবে সংক্রমিত হলেন?

অপ্রত্যাশিত তথ্যপ্রমাণ মিলল সিসিটিভিতে

সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে তদন্তকারীরা গির্জার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন।

তা থেকেই বেরিয়ে এলো এক অপ্রত্যাশিত তথ্য। চীনা দম্পতি গির্জা থেকে চলে যাবার পর তারা যে চেয়ারে বসেছিলেন, কয়েক ঘন্টা পর সেই চেয়ারেই এসে বসেছিলেন আক্রান্ত মহিলাটি।

বোঝা গেল, চীনা দম্পতিটির হয়তো নিজেদের কোন অসুস্থতা ছিল না বা কোন উপসর্গ ছিল না – কিন্তু তা সত্বেও তারা না জেনেই করোনাভাইরাস ছড়িয়ে অন্যদের সংক্রমিত করেছেন। হয়তো তাদের হাতে ভাইরাস লেগে ছিল, বা হয়তো তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে এটা ছড়িয়েছে। ঠিক কী ঘটেছে তা স্পষ্ট নয় – কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল বিশাল।

এটা এমন এক তথ্য যা জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর আগে বলা হচ্ছিল করোনাভাইরাস ঠেকাতে হলে নিজের বা অন্যদের কোন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে কিনা তার দিকে নজর রাখতে হবে।

কিন্তু এখন জানা গেল – কোন উপসর্গ না থাকলেও নীরবে এবং অদৃশ্যভাবে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে। ড. লীর এই উপলব্ধির মুহূর্তটির

কথা পরিষ্কার মনে আছে।

কিন্তু তাহলে এই ভাইরাসকে ঠেকানো যাবে কীভাবে?

উপসর্গ দেখা দেবার আগেই রোগ বিস্তার ঘটে যাচ্ছে

একে বলে প্রি-সিম্পটম্যাটিক ট্রান্সমিশন – যখন কারো দেহে কোভিড-১৯ সংক্রমণের লক্ষণ – যেমন জ্বর, কাশি – এগুলো দেখা দেবার আগেই অন্যদের মধ্যে রোগ ছড়াতে শুরু করে।

এই জরিপে দেখা গেল, করোনাভাইরাস কারো শরীরে ঢোকার পর ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত সময়টায় – কোন লক্ষণ দেখা না দিলেও – আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত সংক্রামক বা হয়তো সবচাইতে বেশি সংক্রামক হতে পারেন ।

এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ – কারণ তাহলে আপনার দেহে উপসর্গ দেখা দেবার সাথে সাথে আপনার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন যে তাদের এখন ঘরে আইসোলেশনে থাকতে হবে।

কিন্তু ঠিক কীভাবে একজন থেকে আরেকজনে ভাইরাস ছড়ায় – তা এখনো স্পষ্ট নয়।

সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি দেবার সময় নাক-মুখ দিয়ে যে ড্রপলেটস্ বা অতি ক্ষুদ্র পানির কণা বেরিয়ে আসে তার মধ্যেই থাকে ভাইরাস। কিন্তু যার কাশির উপসর্গ দেখা দেয়নি সে কীভাবে ভাইরাস ছড়াবে?

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলছেন – কথা বলার সময় বা শ্বাস-প্রশ্বানের মাধ্যমেও ড্রপলেটস্ বেরিয়ে আসতে পারে। কারণ এ সময়টা শ্বাসনালীর ওপরের অংশেই ভাইরাসগুলো অবস্থান করে এবং প্রতিবার নি:শ্বাস ফেলার সময়ই এগুলো বেরিয়ে আসতে পারে। কাজেই কাছাকাছি কেউ থাকলে – বিশেষত ঘরের ভেতরে – খুব সহজেই সংক্রমিত হতে পারে।

সংক্রমণের আরেকটা বড় উপায় হলো স্পর্শ। কারো হাতে ভাইরাস লেগে থাকলে তিনি যদি আরেকজনের হাত ধরেন, বা দরজার হাতল, টেবিল-চেয়ার বা অন্য কিছু স্পর্শ করেন – তার মাধ্যমেও এটা ছড়াতে পারে।

কিছু লোক আছে যাদের কোন উপসর্গ দেখা যায় না

কিছু লোকের দেহে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেছে কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না – এই রহস্যময় ব্যাপারটা কীভাবে ঘটে তার কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর বিজ্ঞানীরা দিতে পারছেন না।

এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ মেরি ম্যালন নামে গত শতাব্দীর এক আইরিশ মহিলা।

মেরি ম্যালন নিউ ইয়র্ক শহরের একাধিক বাড়িতে রাঁধুনী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি টাইফয়েডের জীবাণু বহন করছিলেন, কিন্তু তার নিজের দেহে কোন লক্ষণ ছিল না।

ফলে এই মেরি ম্যালন নিউইয়র্কের বাড়িতে বাড়িতে টাইফয়েড সংক্রমণ ছড়াচ্ছিলেন – যাতে তিন জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

ব্যাপারটা নিশ্চিত হবার পর নিউইয়র্কের কর্তৃপক্ষ ১৯৩৮ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ২৩ বছর আটক করে রেখেছিল।

ব্রিটেনের কেম্ব্রিজের এ্যাডেনব্রুক হাসপাতালের একজন নার্স এ্যামেলিয়া পাওয়েল এমনই একজন – যিনি এ্যাসিম্পটম্যাটিক, অর্থাৎ তার দেহে ভাইরাস উপস্থিত থাকলেও এর কোন লক্ষণ ছিল না।

তিনি বলছিলেন, “আমি হাসপাতালের রোগীদের দেখে চিন্তিত হতাম যে কোন দিন আমারও এটা হতে পারে কিনা। কিন্তু আমি নিজে কোন কিছুই অনুভব করিনি, আমি স্বাভাকিভাবেই খাওয়াদাওয়া, ঘুম, ব্যায়াম করছিলাম। “

একেবারেই ঘটনাচক্রে হাসপাতালের স্টাফদের এক জরিপে অংশ নেবার কারণে তার করোনাভাইরাস টেস্ট করাতে হয়। পরীক্ষায় করোনাভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়ার পর তাকে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে আইসোলেশনে থাকতে হয়।

ওই জরিপে ধরা পড়ে যে প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ লোকের দেহে করোনাভাইরাস থাকলেও তার কোন উপসর্গ দেখা যায় না।

ডায়মন্ড প্রিন্সেস নামে যে প্রমোদতরীটি ভাইরাস সংক্রমণের কারণে জাপান উপকূলে আটকে রাখা হয়েছিল – তার ৭০০ যাত্রীর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই ছিলেন এ্যাসিম্পটম্যাটিক।

এরকম লোকের সংখ্যা কত?

করোনাভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত ২১টি গবেষণা প্রকল্পের উপাত্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল হেনেগ্যান।

তিনি বলছেন, উপসর্গবিহীন কোভিড-১৯ ভাইরাস বহনকারীর অনুপাত ৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এর সংখ্যা নির্ণয় করার মতো নির্ভরযোগ্য জরিপ একটিও নেই।

এরকম লোকেরা কত বড় ঝুঁকি?

এ্যামেলিয়ার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো, তিনি হয়তো না জেনেই তার সহকর্মী বা তার পরিচর্যা পাওয়া রোগীদের কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত করেছেন।

তিনি কতদিন ধরে কোভিড পজিটিভ তাও তিনি জানেন না।

তবে তার কথা, “আমরা এটাও জানিনা যে উপসর্গবিহীন লোকেরা আসলেই সংক্রামক কি না, এটা সত্যি বড়ই অদ্ভুত।“

চীনের একটি জরিপে দেখা গেছে, উপসর্গবিহীনদের সংখ্যা আসলে উপসর্গ দেখা গেছে এমন কোভিড রোগীদের চেয়ে বেশি, এবং এটা সংক্রমণ রোধ বা নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দাবি করে।

ব্রিটেনের আর্লহ্যাম ইনস্টিটিউট নামে একটি গবেষণা সংস্থার প্রধান অধ্যাপক নিল হলের মতে, উপসর্গবিহীন কোভড বহনকারীরা হচ্ছেন এই মহামারির ‘ডার্ক ম্যাটার।‘

হয়তো তারাই এ মহামারি জিইয়ে রেখেছে, বলছেন তিনি।

ক্যালিফোর্নিয়ার একদল বিজ্ঞানী বলছেন, মহামারির ব্যবস্থাপনার ওপর এ ধরণের উপসর্গবিহীন সংক্রমণের ঝুঁকি এক গভীর প্রভাব ফেলছে।

এখন, যখন বিভিন্ন দেশে একে একে লকডাউনজনিত বিধিনিষেধ শিথিল করা হচ্ছে, তখন এই অদৃশ্য ঝুঁকির মোকাবিলা করা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সরকারগুলো বলছে, এজন্য সম্ভব সকল ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা এবং তা না পারলেও মাস্ক ব্যবহার করা – এগুলোই হতে পারে সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা।

হয়তো এগুলোতে ভাইরাস বিস্তার পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব হবে না।

কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে এখনো এত কম জানি যে – এই পন্থাগুলো চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী? সূত্র: বিবিসি বাংলা

যে কারণে বাংলাদেশের দিকে আসছে না পঙ্গপাল

পঙ্গপালের হানায় নাস্তানাবুদ প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল বাংলাদেশেরও। তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আশ্বস্ত করছে, এ নিয়ে আপাতত বাংলাদেশের চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। মৌসুমী বায়ু অনুকূলে থাকবে না, তাই এ বছর বাংলাদেশে পঙ্গপাল আসার সম্ভাবনা নাই।

বিশ্বজুড়ে পঙ্গপালের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে এফএও। একইসঙ্গে দেশগুলোকে এ বিষয়ে সতর্কও করছে।

সংস্থাটি গত ২৭ মে প্রকাশিত তাদের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণে জানায়, রাজস্থানে থেকে পঙ্গপালের ঝাঁক মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে যেতে থাকবে। আরও কয়েকটি ঝাঁক রাজস্থানে ঢুকতে পারে জুলাই পর্যন্ত। এরা বাতাস অনুকূলে পেয়ে বিহার ও উড়িষ্যাতেও পৌঁছে যেতে পারে। এরপর মৌসুমি বায়ু দিক বদলাতে শুরু করলে এরাও রাজস্থানের দিকে ফিরে আসবে। ওই সময় তাদের প্রজননের সময় হবে এবং চলাচল থেমে যাবে। ফলে দক্ষিণ ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা পঙ্গপালের খুব একটা নেই।
বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ এক প্রতিবেদনে জানান, গত মাসের শুরুতে তিনি এফএও’র পঙ্গপাল পূর্বাভাস বিষয়ক সিনিয়র কর্মকর্তা কিথ ক্রেসম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে পঙ্গপাল আসার সম্ভাবনা কতটুকু এ বিষয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘কয়েকটি কারণেই বাংলাদেশে পঙ্গপাল হানা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে আছে পঙ্গপাল। দ্বিতীয়ত, তারা বাতাসের বিপরীতে উড়তে পারে না। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ অনেক আর্দ্র ও সবুজ, মরু পঙ্গপালের বসবাসের জন্য এ আবহাওয়া অনুকূলে নয়।’

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পঙ্গপাল শুষ্ক আবহাওয়া পছন্দ করে। এদেশের আবহাওয়া আর্দ্র ও শুষ্ক। তাই এ দেশে পঙ্গপালের আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরেরে এক কর্মকর্তা বলেন, বিগত ৪৯ বছরে দেশে পঙ্গপালের কোন আক্রমণ হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তবে এ বছর তেমন ঝুঁকি নেই, আগামী বছরের জন্য আমাদের সতর্ক হতে হবে।

মরু পঙ্গপালের একটি ঝাঁকের বিস্তার কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পঙ্গপাল নিজের ওজনের সমান (২ গ্রাম) শস্য একদিনে খেয়ে শেষ করতে পারে। এক বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী পঙ্গপাল যে পরিমাণ ফসল নষ্ট করে, তা দিয়ে ৩৫ হাজার মানুষকে এক বছর খাওয়ানো যায় । সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের করোনা পজিটিভ

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের করোনা পজিটিভ। সোমবার রাতে তার ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শারীরিক ‘দুর্বলতা’ নিয়ে রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম।

হাসপতালে ভর্তির পর তার করোনাভাইরাসের পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ আসে।

বিস্তারিত আসছে…

২৫ শতাংশের বেশি কর্মকর্তা অফিস করতে পারবেন না: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ২৫ শতাংশের বেশি কর্মকর্তা অফিস করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে ভিডিওকলে যুক্ত হয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘মন্ত্রণালয়গুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, অত্যাবশ্যকীয় যে কাজগুলো আছে এখন আমরা সেই কাজগুলো করতে চাই। সেক্ষেত্রে চার ভাগের এক ভাগ (২৫ শতাংশ) বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ (২০ শতাংশ) কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। যারা অসুস্থ আছেন, তারা ঘরে বসে কাজ করবেন তারা অফিসে আসবেন না, এভাবে আমরা সাজিয়েছি। যাতে কেউ এখানে ইনফেক্টেড না হন।’
তিনি বলেন, ‘আমরা নিষেধাজ্ঞাসহ স্বল্প পরিসরের সরকারি অফিস খুলেছি। অনেক বেসরকারি আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আমাদের ১৮টি মন্ত্রণালয় স্বল্পপরিসরে এতদিন চালু ছিল। রবিবার প্রথম দিন আমরা সচিবালয়ে যে চিত্র দেখেছি অধিকাংশ মন্ত্রণালয়, যেভাবে আমরা বলেছি যে- বয়স্ক কর্মকর্তারা আসবেন না, অসুস্থ এবং সন্তানসম্ভবা নারী কর্মকর্তারা আসবেন না, সেটা আমরা মেইনটেইন করেছি।’

তিনি বলেন, ‘রবিবার ছিল প্রথম দিন, অনেকগুলো মন্ত্রণালয় অত্যন্ত কম সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়ে, যারা বিভিন্ন জায়গায় ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস করছেন, তাদের আমরা আসতে বারণ করেছি, তারা আসেননি।’

‘দর্শনার্থী যাতে সচিবালয়ে প্রবেশ করতে না পারে এজন্য এই ১৫ দিনে কোনও পাস ইস্যু করা হবে না।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘তারপরও আমার কাছে তথ্য আসছে যে, কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ে হয়তো প্রয়োজনের তুলনায়…. আমরা কেবল শুরু করছি, অল্প প্রয়োজনে স্বল্প পরিসরে অফিসে আসার জন্য বলা হয়েছে।’ সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় দেশে আরও ২২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ২৩৮১

করোয় আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ২ হাজার ৩৮১ জন শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৪৯ হাজার ৫৩৪ জন এবং মারা গেলেন ৬৭২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮১৬ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১০ হাজার ৫৯৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ১০৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১ হাজার ৪৩৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৩৮১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ২২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৯ জন ও নারী ৩ জন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪০৬ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৯ হাজার ৭৮১ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১.৩৯ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১.৩৬ শতাংশ।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৮ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৭ জন এবং ৮০-১ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১১ জন, চট্টগ্রামে ৮ জন, সিলেটে ২ জন ও বরিশাল বিভাগে একজন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ১৫ জন ও বাসায় ৬ জন মারা গেছেন। আর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

জুন পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব ফি মওকুফ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে এবার জুন পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব ফি মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। রোববার (৩১ মে) সচিবালয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ও জ্বালানি নসরুল হামিদ বিপু সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, এই সময় ঝুঁকি নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বিল দিতে হবে না। আমরা জুন মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব মাশুল মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিদ্যুৎ বিল নিয়ে নানা ভোগান্তির কথা আমাদের কানেও আসছে। কারও কোনও বাড়তি বিল করা হলে তা পরবর্তীতে সমন্বয় করা হবে।

বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকরা বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ভয়ে গ্রাহকদের পক্ষে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। এজন্য গত মার্চে জারি করা এক আদেশে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিল কোনো রকম বিলম্ব মাশুল ছাড়া মে মাসে জমা নেওয়ার জন্য বিইআরসিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়।

প্রসঙ্গত, এর আগে মে মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার বিলম্ব মাশুল মওকুফ করা হয়েছিল। গত ২২ মার্চ ওই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যাতে মে মাস পর্যন্ত বিলম্ব মাশুল মওকুফের কথা বলা হয়।

এ নিয়ে একটি চিঠি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কাছে পাঠানো হয়।

জ্বালানি বিভাগের উপসচিব আকরামুজ্জামান স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, আবাসিক গ্যাস বিল নির্ধারিত সময় জমা দিতে বিপুল পরিমাণ গ্রাহক ব্যাংকে একসঙ্গে গিয়ে জমা হয়। এভাবে অনেক মানুষ একসঙ্গে ব্যাংকে গিয়ে বিল দিতে গেলে করোনাভাইরাস বা ‘কোভিড–১৯’ সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার ‘গ্যাস বিপনন নিয়মাবলি (গৃহস্থালি) ২০১৪’ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবাসিক গ্রাহকেরা কোনো রকম বিলম্ব মাশুল বা সার চার্জ ছাড়াই ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের গ্যাস বিল আগামী জুন মাসের সুবিধাজনক সময় জমা দিতে পারবেন। সূত্র-যুগান্তর

বাস ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে রিট

বাসভাড়া বৃদ্ধি করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়ের হয়েছে।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হুমায়ন কবির পল্লব হাইকোর্টে রিটটি করেন।

প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে গণপরিবহনের ভাড়া ৬০ শতাংশ বাড়িয়ে রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

এর আগে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ৮০ শতাংশ ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব করে। সেতু মন্ত্রণালয় বাস ও মিনিবাসে ভাড়া ৬০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

রিটকারী আইনজীবী হুমায়ন কবির বলেন,রিট আবেদন বিচারপতি জেবিএম হাসানের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানি হবে।

আবেদনে বলা হয়েছে, গণপরিবহনে দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্তের মানুষ

যাতায়াত করেন। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত হয়নি।

অবশ্য সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের দাবি, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে যৌক্তিকভাবে বাস ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। বিআরটিএ যে প্রস্তাব দিয়েছে তার থেকে কমিয়ে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এদিকে বাসভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে সোমবার সকালে মন্ত্রণালয়কে আইনি নোটিশ দিয়েছেন এক আইনজীবী। সূত্র-যুগান্তর